ইসলামে পর্দা

ইসলামে পর্দা

সাথে রয়েছে
একজন জাপানী মহিলার দৃষ্টিতে পর্দা

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা
(ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম
২/২ দারুস সালাম
মিরপুর , ঢাকা - ১২১৬

৬৬ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার ,
ঢাকা - ১১০০

ইসলামে পর্দা

সাথে রয়েছে
একজন জাপানী মহিলার দৃষ্টিতে পর্দা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশনায়
ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা
(ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম
২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা – ১২১৬.
ফোন : ৯০০৯৭৩৮

প্রথম প্রকাশ
২০০০ ঈসায়ী

হাদিয়া
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আলাহর জন্য। মহানবী হযরত মুহম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

সম্ভবত সকল সচেতন মুসলিমই অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করছেন যে, ইদানিং মুসলিম মেয়েদের মধ্যে লজ্জাহীনতা ও পর্দাহীনতা বেড়ে চলেছে। আমাদের মনে হয় যে, অধিকাংশ মহিলাই নিজেদের লজ্জা ও শালীনতা রক্ষা করে চলতে ভালবাসেন। অধিকাংশ মুসলিম মহিলা তাঁদের জীবনে ইসলামের বিধিবিধান পালন করে আল্লাহর রহমত লাভে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী বলেই আমরা বিশ্বাস করি। সম্ভবত: ইচছা করে কেউই আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করতে চান না। সম্ভবত: পর্দাহীনতার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ না জানা।

এই পুস্তিকাটিতে পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশাবলী পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। শেষে পর্দা সম্মন্ধে জাপানী নওমুসলিম বোন খাওলা নিকীতার আকর্ষণীয় আলোচনাটির বাংলা অনুবাদ সংযোজিত হলো।

মানবীয় কাজে ভুলভ্রান্তি থাকবেই। বিশেষ করে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে এই বইটির গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজ করতে হল। এতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। সহৃদয় পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল, আপনার দৃষ্টিতে বইটির লেখায়, বানানে, তথ্যে বা গ্রন্থনায় কোন ভুল ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে তা লেখককে জানাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক

সূচীপত্র

ইসলামে পর্দা ও তার গুরুত্ব

পর্দা বলতে কি বোঝায় এবং পর্দার গুরুত্ব কি তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। পর্দা বলতে অনেকে অবরোধ বোঝেন। তাঁরা ভাবেন যে, পর্দা করার অর্থ হলো, মুসলিম মহিলা নিজেকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখবেন, কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে বেরোতে পারবেন না, পরিবারের বা সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোন বিধান বা বিশেষ কোন পোষাক নেই। এ বিষয়ে আলেম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দা চলাফেরা কোন পাপ বা অপরাধ নয় বা কঠিক কোন অপরাধ নয়।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পর্দা ইসলামে ব্যপক অর্থ বহন করে। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলী সমষ্টিকেই মূলত এককথায় "পর্দা-ব্যবস্থা" বলা হয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন:

১) সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।
২) অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসার মূলক কাজে লিপ্তদেকে শাস্তি প্রদান।
৩) সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়ি মূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।
৪) কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা।
৫) নারী ও পুরুষের শালীনতা পূর্ণ পোষাক পরিধান করা।
৬) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।
৭) সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া।
৮) দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে কুরআন করীমের সূরা নূর-এ পর্দার বিষয়গুলি আলোচিত

হয়েছে। আমি সকল পাঠক পাঠিকাকে অনুরোধ করর সূরা নূর অধ্যয়ন করার জন্য। প্রয়োজনে কুরআন করীমের কোন অনুবাদ বা তফসীরের সাহায্য গ্রহণ করুন।

এই পুস্তিকার ছোট পরিসরে আমরা সকল বিষয় আলোচনা করতে পারব না, তাই এখানে শুধুমাত্র পোষাক ও সামাজিক মেলামেশার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী আলোচনা করব।

প্রথমত: পোষাকের শালীনতা

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোষাক পরতে নির্দেশ দেয়। নারীদের ক্ষেত্রে পোষাকের ব্যাপকতা বেশী। যেখানে পুরুষদের জন্য ফরজ বা অত্যাবশকীয় যে তারা নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত শরীরটুকু ঢেকে রাখবেন, বাকী অংশ ঢেকে রাখা সামাজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরজ নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্য আল্লাহ পুরো শরীর আবৃত করা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন।

এর কারণ বোঝাতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি গল্প না বলে পারছি না। রিয়াদে অবস্থানকালে আমি একটি ইসলামিক সেন্টারে প্রচারকের কাজ করতাম। (১৯৯৬ সালের দিকে) একদিন এক বৃটিশ ভদ্রলোক আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আসলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বললেন, তিনি ইসলামের একত্ববাদকে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক বলে বিশ্বাস করেন। তবে তিনি মনে করেন যে, ইসলামে পর্দার বিধান দিয়ে নারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। অকারণে তাদেরকে সারা শরীর ঢেকে রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে এবং সমাজ থেকে বিচিছন্ন রাখা হয়েছে।

উত্তরে আমি বললাম: আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন। ধর্ষণের হার আপনাদের দেশে কেমন? তিনি বললেন: প্রতি বৎসর লক্ষাধিক মহিলা ধর্ষিতা হন। আমি বললাম: আপনারা বৃটেনের অধিবাসীরা সকলেই উচচশিক্ষিত এবং আপনাদের দেশে সকল প্রকার সেচছাচার বৈধ। তা সত্বেও সেখানে এত বিপুল সংখ্যক মহিলা অত্যাচারিতা হন কেন? তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। আমি বললাম: এর কারণ হলো, মহিলারা প্রকৃতিগতভাবে দূর্বল এবং পুরুষের পাশবিক আচরণের মুখে অসহায়। সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রগতি কোন কিছুর দোহায় তাঁদেকে এ সকল পাশবিকতা থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই তাদের সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা হলো তাদেরকে শালীন পোষাক পরে অনাত্মীয় পুরুষদের থেকে ভদ্র দুরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। আর এজন্যই আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়েছেন, মেয়েদেরকে রক্ষা করার জন্য, তাঁদেরকে সমাজ বিচিছন্ন করার জন্য নয়।

সম্মানিত পাঠক, আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাকালেও বিষয়টি আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। আমাদের দেশের অবক্ষয়িত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের মাঝেও আমরা দেখতে পাই যে, যে সকল মেয়ে পর্দার মধ্যে বেড়ে উঠেন সাধারণত: তাঁরা মাস্তানদের অত্যাচার, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকেন। সাধারণত: সবচেয়ে কঠিন হৃদয় মাস্তানও কোন পর্দানিশীন মেয়েকে উত্তক্ত্য করতে দ্বিধা করে। তার কঠিন হৃদয়ের এক নিভৃতকোনে পর্দানিশীন মেয়েদের প্রতি একটুখানি সম্ভ্রমবোধ থাকে।

কুরআন করীমে আল্লাহ বলেছেন:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"

“হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কণ্যাগণ ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছুঅংশ তাদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উতক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।“ (সূরা আহযাব: ৫৯ আয়াত)

পর্দার মানসিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বোন খাওলা নিকীতার প্রবন্ধে আমরা আরো কিছু জানতে পারব। এখন আমরা মহিলাদের পোষাকের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশাবলী আলোচনা করব।

মেয়েদের পোষাক

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন কারীমে মহিলাদেরকে পর্দা করতে এবং গৃহে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পর্দাহীনতা, সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল ও আকর্ষণীয় করতে নিষেধ করেছেন, যেন তারা সকল অশান্তি, অকল্যাণ ও ফিতনার কারণসমূহ থেকে দুরে থাকতে পারেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

"يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

“হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকষর্ণীয় কণ্ঠে কথা বলবে

না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে। বরং তোমরা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের মত নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।" (সূরা আহযাব ৩২-৩৩ আয়াত)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ মহানবীর স্ত্রীদেরকে যারা মমিনদের মাতৃতুল্য ছিলেন এবং নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ছিলেন তাঁদেরকে পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল ও আকর্ষনীয় করতে নিষেধ করছেন; কারণ এর ফলে যার অন্তরে অশ্লীলতার বা ব্যভিচারের ব্যাধি রয়েছে সে হয়ত ভেবে বসবে যে তাঁরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। উপরন্তু তাঁদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্বর যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে নিষেধ করেছেন। বর্বর যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের অর্থ হলো মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা, বুক, হাত,পা ইত্যাদিকে অনাবৃত রাখা, যেন মানুষ তা দেখতে পায়। এসব অঙ্গ উন্মুক্ত রাখাতে পুরুষদের দৃষ্টিতে নারীর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এবং তাদের মন ধাবিত হয়।

মুমিনদের মাতা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের অতুলনীয় ঈমান, পবিত্রতা, সততা ও মুমিনদের মনে তাদের প্রতি গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে এসকল কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন। তাহলে অন্যান্য নারীদের এ সকল কর্ম থেকে দুরে থাকা কত প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই আল্লাহর এ নির্দেশ যে সকল নারীর প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য তা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

উপরন্তু আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন ঃ"তোমরা সালাত (নামায) কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।" পর্দার নির্দেশের ন্যায় এসকল নির্দেশও নবীপত্নিগণ এবং অন্যান্য সকল নারীর প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইসলামে মেয়েদের পোষাকের মূলনীতি

প্রথম মূলনীতিঃ সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করবে

মুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করা ফরয। পুরুষদের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর পোষাকের তিনটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথম পর্যায়ঃ স্বামীর সামনে স্ত্রীর পোষাক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন পর্দা নেই, নেই কোন পোষাকের বিধান। স্বামী স্ত্রীর পোষাক আর স্ত্রী স্বামীর পোষাক। আল্লাহ

কুরআন মাজীদে বলেছেন:

"هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ"

"তারা (তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক।" (সূরা বাকারা: ১৮৭ আয়াত)

দ্বিতীয় পর্যায়: রক্ত সম্পর্কের আপন আত্মীয় স্বজনের সামনে। নিকটতম আত্মীয় স্বজন যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ তাদের সামনে মুসলিম রমণী নিজের শরীর আবৃত করে থাকবেন, তবে মুখ, মাথা, গলা, বাজু, পা অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারেন।

তৃতীয় পর্যায়: অন্যান্য পুরুষদের সামনে। নিকটতম আত্মীয়, অর্থাৎ পিতা, শ্বশুর, সন্তান, আপন ভাই, আপন চাচা, আপন মামা, আপন ভাতিজা, আপন ভাগনা ছাড়া বাকী সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মেয়েরা তাদের শরীর পুরোপুরি আবৃত করে রাখবেন। তাদের সামনে নিজেকে আবৃত রাখা মুসলিম নারীর উপর ফরজ করেছেন তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ।

কুরআন করীমে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

"হে রাসূল, আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এর ফলে তারা অধিকতর পবিত্র থাকতে পারবে। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। আর আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। স্বভাবত:ই যা বেরিয়ে থাকে তা ছাড়া তাদের কোন অলংকার বা সৌন্দর্য যেন তারা প্রকাশ না করে। তারা

যেন তাদের মাথার কাপড় দিয়ে গলা- কান-বুক আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের দাসী, যৌনকামনা রহিত অধীনস্থ নিকট পুরুষ এবং যৌনজ্ঞানহীন ছোট বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বা অলংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।" (সূরা নূর ৩০-৩১ আয়াত)

কুরআন করীমের এই বরকতময় আয়াত দুইটিতে আল্লাহ বিশ্বাসী নারী ও পুরুষদেরকে সততা, পবিত্রতা ও সফলতার পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। **প্রথমত:** নাবী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সবাইকে দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। সকল মুমিন নারী-পুরুষের উচিৎ সর্বদা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করা, বিশেষ করে যে সকল দৃশ্য মনের মধ্যে পাপবোধ বা অসংযমের অনুভুতি জাগিয়ে তোলে তা থেকে অবশ্যই নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। পবিত্র মনের পবিত্র জীবনের এটি হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃষ্টি সংযমের তাওফীক দিন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ সবাইকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন; যেন আমরা গোপন-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সৎ ও পবিত্র থাকি।

সৎ ও পবিত্র জীবনের অন্যতম মাধ্যম হলো পর্দা; তাই উপরের আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বিশেষভাবে নারীদের পোষাক ও পর্দার বিধান দান করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মেয়েরা তাদের ওড়না বা মাথার কাপড় এমনভাবে পরিধান করবে, যেন তা ভালভাবে বুক, গলা ও কান ঢেকে রাখে। আর তারা যেন "স্বভাবত:ই যা বেরিয়ে থাকে" তা ছাড়া তাদের কোন সৌন্দয প্রকাশ না করে।

"স্বভাবত:ই বেরিয়ে থাকে" বলতে সাধারণত: পোষাক বোঝান হয়। কোন কোন মুফাসসির ও ইমাম বলেছেন যে, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু হাত "স্বভাবত:ই বেরিয়ে থাকা" অঙ্গ। তাঁর বলেন, যদি কোন মহিলার মুখে কোন অলঙ্কার বা প্রসাধন না থাকে তাহলে তিনি তার মুখ ও হাত খুলে রাখতে পারবেন, তবে তা ঢেকে রাখা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম তাবারী (রাহ) প্রমুখ ইমাম এই মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে মুখ ও কব্জি পর্যন্ত হাত অনাবৃত রাখা স্বাভাবিক অবস্থায় জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য ইমামের মতে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মুখ ঢেকে রাখাও ফরজ। ফেতনা বা সামাজিক অনাচারের ভয় থাকলে সবার মতেই মুখ ঢেকে রাখা ফরজ।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ মতবিরোধ শুধু মুখ ও হাতের বিষয়ে। মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের বাকী অংশ আবৃত করা যে মেয়েদের জন্য ফরজ সে বিষয়ে সকল ইমাম, আলিম ও মুসলিম উম্মাহ্ একমত।

মহান আল্লাহ কুরআন করীমে এরশাদ করেছেন:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا".

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে কষ্ট প্রদান করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)

উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

"أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة"

"এখানে আল্লাহ মুমিন নারীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে নিজেদের চাদর দিয়ে নিজেদের মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে নেয়, শুধুমাত্র একটা চোখ তারা বাইরে রাখবে।" (তাফসীরে তাবরী ২২খণ্ড ৪৬ পৃ)

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বেগানা পুরুষদের থেকে মুখ ঢেকে রাখাও আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"

"তোমরা যদি তাঁদের (নবী-পত্নীদের) নিকট থেকে কোন কিছু চাও তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তা চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাঁদের অন্তরকে অধিকতর পবিত্র রাখবে।" (সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)

এই আয়াতে পুরুষদের থেকে নারীদের সম্পূর্ণ পর্দা করার ও আড়ালে থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে পর্দার এই বিধান নারী পুরুষ সবার অন্তরকে অধিকতর পবিত্র রাখে এবং অশ্লিলতা ও তার কারণাদি থেকে

তাদেরকে দুরে রাখে। এথেকে বোঝা যায় যে পর্দা পালন পবিত্রতা এবং নিরাপত্তা, আর পর্দাহীনতা অপবিত্রতা ও অশীলতা ।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

"বৃদ্ধারা যারা বিবাহের কোন আশা রাখেনা, তাদের জন্য এটা অপরাধ হবেনা যে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের পোষাক খুলে রাখবে। তবে তা থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন।" (সূরা নূর: ৬০ আয়াত)

এ আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, যৌন অনুভুতি রহিতা বৃদ্ধাদের জন্য যাদের বিবাহের কোন আশা নেই তাদেরও পর্দা করা প্রয়োজন। তবে তাঁরা তাদের ঘোমটা জাতীয় কাপড় খুলে রাখলে অপরাধ হবে না, যদি তাদের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য পদর্শন করা না হয়। এর দ্বারা বোঝা গেল যে বৃদ্ধাদের জন্যও সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুখ, হাত বা অন্য কোন স্থান থেকে কাপড় সরানো জায়েজ হবে না, বরং তা অপরাধ ও পাপ বলে গণ্য হবে। অতএব যদি যুবতী বা অল্পবয়স্ক মেয়েরা তাদের মুখ, হাত, মাথা, কাঁধ ইত্যাদি খোলা রেখে তাদরে রূপ যৌবনের প্রদর্শনী করেন তাহলে তা কত বড় অপরাধ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ বৃদ্ধাদের বহির্বাস খোলার অনুমতি দিয়েছেন এই শর্তে যে তাদের মনে বিবাহের বা সংসার জীবনের বা যৌন জীবনের কোন আগ্রহই থাকবেনা। কারণ এ ধরনের বাসনা কোন মহিলার মনে থাকলে তিনি সাজগোজের মাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয়া করতে সচেষ্ট হবেন, আর সেক্ষেত্রে তার জন্য পর্দার সামান্য শিথিলতাও নিষিদ্ধ।

সব শেষে আল্লাহ এধরনের অতিবৃদ্ধাদেরকেও পূর্ণ পর্দা পালনে উৎসাহ দিয়েছেন, এতে পর্দার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অতিবৃদ্ধাদেরে জন্য যদি পুর্ণাঙ্গ পার্দা পালন উত্তম হয় তাহেল যুবতীদের জন্য পুর্ণাঙ্গ পর্দা পালন করা এবং নিজেদের সৌন্দর্য আবৃত করে রাখা যে কতবেশী গুরুত্বপুর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। পুর্ণ পর্দা পালন তাদেরকে সকল অন্যায়, অশ্লীলতা ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করবে।

যে সকল আলেম ও ইমাম নিরাভরণ ও প্রসাধনহীন মুখ ও হাত অনাবৃত রাখা জায়েজ বলেছেন তাঁদের দলিলের মধ্যে রয়েছে সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত একটি

হাদীস, যাতে আয়েশা (রা) বলেছেন, তাঁর বোন আসমা বিনতি আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরে প্রবেশ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ"

"হে আসমা মেয়েরা সাবালিকা হবার পর তাদের মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া আর কিছু দেখানো জায়েজ নয়।"

হাদীসের সনদ বিচারে এ হাদীসের উপর নির্ভর করা যায় না; কারণ এটি একটি দুর্বল সনদের হাদীস, মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি বর্ণনা করার পরে এর দুর্বলতা ও অনির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম তফসীর, হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস ৩য় খণ্ড ৩১৫-৩১৬ পৃ:, তাফসীরে তাবারী ১৮ খণ্ড ১১৭-১২০ পৃ:, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড ২৭৪পৃ, আল জামিয় লি আহকামিল কুরআন ১২ খণ্ড ২২৮-২২৯ পৃ:, হেদায়া ৪র্থ খণ্ড ৩৬৮ পৃ:, ইবনুল হুমামের ফাতহুল কাদীর ১০ খণ্ড ২৮-২৯পৃ:, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা, শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাযের মাসাইলুল হিজাব ওয়াস সুফুর ইত্যাদি গ্রন্থ দেখুন।

এ পুস্তিকার ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য তা বিশেষ প্রয়োজনীয়ও নয়। এখানে সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারছি যে, মাহরম নয় এমন সকল অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা সকল মুসলিম মহিলার উচিৎ।

তাছাড়া আমরা বুঝতে পারছি যে, শুধুমাত্র মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের বাকী সকল অংশ মাহরাম আত্মীয় নয় এমন পুরষদের সামনে পুরোপুরি ঢেকে রাখা প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য ফরজ। কাজেই কোন মুসলিম নারীর্ই উচিৎ নয় আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতার মাধ্যমে নিজের জীবনের বরকত কল্যাণের উৎসকে নষ্ট করে দেওয়া। বিশেষত: যখন আমর দেখি যে, আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা আমরা করছি বিনা প্রয়োজনে। শুধমাত্র শয়তানের প্ররোচনায় বা অমুসলিম বা খোদাদ্রোহী মহিলদের দেখাদেখি অনুকরণ প্রবনতার কারণে।

শালীন পোষাকে শরীর আবৃত করার কারণে কোন মুসলিম মহিলার

জাগতিক কোন স্বার্থের ক্ষতি হয় না, তার কোন কর্ম বা প্রয়োজন ব্যাহত হয় না বা তার সামাজিক বা পারিবারিক কোন মর্যাদার ক্ষতি হয় না। বরং তিনি অতিরিক্ত সম্মান ভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া, কল্যাণ ও বরকত লাভে সক্ষম হন।

উপরে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের শেষে আল্লাহ বলেছেন যে, দৃষ্টিসংযম করা, পর্দা পালন করা ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করা দুনিয়া ও আখেরাতের পবিত্রতা ও সফলতা অর্জনের উপায়। এ থেকে দূরে সরে গেলে ধ্বংস ও শাস্তি অনিবার্য। আলাহ আমাদেরকে সফলতার পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং ধ্বংসের পথ থেকে আমাদের দূরে রাখুন। আমিন।

আয়াতদ্বয়ের শেষে আল্লাহ বলেছেন, মানুষ যা কিছু করে তা সবই তিনি জানেন, তাঁর কাছে কিছুই গোপনীয় নয়। এতে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাঁরা যেন এমন কোন কর্ম না করেন যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, আর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোন কর্ম পালনে যেন তারা অবহেলা না করেন। কারণ আল্লাহ তাদের দেখতে পান, তাদের সকল ভালমন্দ কর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

"يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ".

"চক্ষুর গোপন চাউনি ও অন্তরে যা গোপন আছে তা তিনি জানেন।" (সূরা মুমিন ১৯ আয়াত)

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন:

"وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ".

"তুমি যে কোন কর্মে রত হও ,তৎসম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কার্যই কর সবকিছুতেই আমি তোমাদের পরিদর্শক যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।" (সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)

বান্দার উপর তো এটাই দায়িত্ব যে, সে তার প্রভুকে ভয় করে চলবে, তার মনে সর্বদা এই লজ্জা থাকবে যে ,তার প্রভু যেন তাকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখতে না পান, অথবা তাঁর নির্দেশিত দায়িত্ব পালন থেকে তাকে যেন দূরে না দেখেন।

দ্বিতীয় মূলনীতি: পোশাক ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের হবে

Contents

ইসলামী হেজাব বা পর্দার ১ম দিক যে, তা মেয়েদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখে, যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। মুসলিম মহিলার পোষাকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট যে, তা ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের হবে, পাতলা বা আঁটসাট পোষাক পরিধান মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন:

"رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ"

"দুনিয়ার অনেক সুবসনা সজ্জিতা নারী আখেরাতে বসনহীনা(বলে বিবেচিত) হবে।" (সহীহ বোখারী, মুয়াত্তা, তিরমিযি।)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا".

"দুইশ্রেণীর দোজখবাসীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে এদের দেখা যাবে।) এক শ্রেণী হল ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধোর করে বা কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোজখবাসী হল ঐ সকল নারী যারা পোষাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের খশবুও তারা পাবে না, যদিও জান্নাতের খসবু অনেক অনেক দ র থেকেও পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিমমুসনাদে আহমদ)

এ হাদীসদ্বয়ের আলোকে একথা স্পষ্ট যে পাতলা বা আঁটসাট পোষাক পরিধান করা উলঙ্গতা ভিন্ন কিছুই নয়। এখানে যেমন পর্দা পালনে অবহেলা করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে তেমনি মানুষদেরকে কষ্ট দেয়া জুলুম করা থেকে কঠিনভাবে সাবধান করা হেয়ছে। এদুটি আচরণ সমাজকে কলুষিত করে, মানব সমাজকে পাশবিকতায় ভরে তোলে, তাই এর জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি।

তৃতীয় মূলনীতি: অমুসলিমদের অনুকরণ নিষিদ্ধ

মুসলিম মহিলার পোষাকের ৩য় বৈশিষ্ট হলো যে তা স্বকীয়তা ও নিজস্ব কৃষ্টি-সভ্যতার ছাপ বহন করে। মুসলিম মেয়েরা অমুসলিম মেয়েদের ফ্যাশনের অনুকরণ করে পোষাক পরবেন না।

কঠিন সামাজিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম হলো মুসলিম মহিলাদের মধ্যে

অমুসলিম-কাফির মহিলাদের অনুকরণের প্রবণতা। অনেক মুসলিম মহিলা অমুসলিমদের মত সংক্ষিপ্ত ও পাতলা পোষাক পরিধান করেন এবং তাদের মত ফ্যাশন ও সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে লিপ্ত হন। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

“যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত বলে গণ্য হবে।” (আবু দাউদ, তাবরানী)

একারণে মুসলিম মহিলাদের জন্য অমুসলিম মহিলাদের মত পোষাক বা সাজ সজ্জা সম্পূর্ণ হারাম। অনুরূপভাবে মুসলিম নামধারী হয়েও যে সকল মহিলা আলাহর বিধান অমান্য করেন তাঁদের অনুকরণও হারাম। ছোট মেয়েদের ক্ষেত্রেও এব্যাপারে ঢিলেমি জায়েজ নয়। কারণ তাদেরকে ছোট থেকে অমুসলিমদের বা ইসলাম অমান্যকারীদের অনুকরণ করতে ও তাদের মত পোষাক পরতে অভ্যস্ত করলে তারা বড় হয়ে এর বিপরীত অন্য সব পোষাক ঘৃণা করবে। ফলে সুদুর প্রসারী সামাজিক অবক্ষয় ও সমসস্যা সৃষ্টি হবে।

চতুর্থ মূলনীতি: মহিলারা পুরুষদের পোষাক পরবেন না

মুসলিম মহিলার পোষাকের আরেক বৈশিষ্ট হলো পুরুষের ও মেয়েদের পোষাকের ভিন্নতা। পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য হারাম। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম-বলেছেন:

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ".

“যে সকল মহিলা পুরুষের অনুকরণ করে এবং যে সকল পুরুষ মহিলাদের অনুকরণ করে তারা মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (মুসনাদে আহমদ ,তারীখে বোখারী)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“যে সকল মহিলা পুরুষদের পোষাক পরে এবং যে সকল পুরুষ মহিলাদের পোষাক পরে তাদেরকে রাসূলুলাহ (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকেম, মুসনাদে আহমদ)

দ্বিতীয়ত: বহিরাগমণ ও মেলামেশার শালীনতা

আমরা বলেছি যে, ইসলামের হিজাব বা পর্দা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক রয়েছে যা

একে অপরের সম্পূরক এবং সবকিছুর সমন্বয় একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্র, শালীনতাপূর্ণ ও সুরুচিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। আমরা এ পুস্তিকায় শুধু পোষাক ও সামাজিক মেলামেশার বিষয় আলোচনা করব। এতক্ষণ আমরা মুসলিম নারীর পোষাকের বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করেছি। এবার মহিলাদের বহির্গমন ও সামাজিকতার দিকটি আলোচনা করব।

ক) মহিলারা সুগন্ধ মেখে হয়ে বাইরে যাবেন না

মুসলিম মহিলাদের জন্য পোষাকে বা শরীরে সুগন্ধি, সেন্ট বা আতর মেখে বাইরে রেরোনো নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

"যদি কোন মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে তাহলে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযি, হাকেম, মুসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলেছেনঃ

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

"যখন কোন মহিলা মসজিদে (নামাজের জন্য) যায়, তখন যেন সে তার (শরীরের বা পোষাকের) সুগন্ধি এমনভাবে ধুয়ে ফেলে, যেন সে নাপাকি থেকে গোছল করছে।" (নাসাঈ)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

"إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيْباً"

"যদি কোন মহিলা মসজিদে (নামাযে) যাওয়ার জন্য বাহির হয়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" (সহীহ মুসলিম, আবু উওয়ানা)

খ) নারী-পুরুষের একত্র হওয়া বা ভ্রমণ

ইসলামে হিজাব বা পর্দার অর্থ শুধু ঘরের বাইরে যেতে হলে মেয়েদের পুরো শরীর ঢেকে রাখাই নয়। বরং পর্দার অর্থ হলো অবক্ষয় ও কলুষতা প্রসার করতে পারে এমন সকল কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাকা। এজন্য ঘরের মধ্যেও মাহরাম বা নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য সবার থেকে পর্দা করতে হবে, নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সাথে একত্রে একাকী অবস্থান বা চলা ফেলা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন

Contents

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"মাহরাম নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে একান্তে বা একা থাকবে না, তেমনিভাবে মাহরাম নিকটাত্মীয়ের সঙ্গ ছাড়া কোন মেয়ে একা সফর করবে না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"যখনই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে তখনই শয়তান তাদের সঙ্গী হয়।" (তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ)

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

"তোমরা মেয়েদের কাছে যাতায়াত বা মেলামেশা অবশ্যই পরিহার করবে।" আনসারদের মধ্যথেকে একব্যক্তি প্রশ্ন করল: হে আল্লাহর রাসূল: দেবর-ভাসুর বা শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের জন্য ভাবীর সাথে দেখাসাক্ষাৎ বা মেলামেশার বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেন: "দেবর-ভাসুর মৃত্যু সমতুল্য।" (অর্থাৎ মৃত্যুকে যেভাবে এড়িয়ে চলতে চাও ঠিক সেভাবে এদেরকে এড়িয়ে চলবে। এদের সাথে পর্দার বাইরে দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর।) (তিরমিজী)

এসকল হাদীসের আলোকে স্বামীর ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়, মহিলার নিজের ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, বা এ ধরণের দুরবর্তী আত্মীয়দের থেকে পূর্ণ পর্দা করা, তাদের সাথে একত্রে অবস্থান বা চলা ফেরা না করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারছি। পর্দার এসকল দিকে অবহেলা যেমন আখেরাতে ভয়ানক শাস্তির কারণ, তেমনি পার্থিব জীবনে অবক্ষয়, অবনতি, কলুষতা প্রসারের অন্যতম কারণ। আলাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সকল নির্দেশ পূর্ণভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের পরকালীন মুক্তি ও পার্থিব জীবনের উন্নতি এবং সফলতা।

নারী সমাজের প্রতি পুরুষদের দায়িত্ব

আমরা এতক্ষণে মুসলিম মেয়েদের পোষাক, বহিরাগমন ও সামাজিক চলাফেরা মেলামেশা সম্পর্কে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশাবলী জানতে পারলাম। এ সকল নির্দেশ পালন করা যেমন সকল মুসলিম

নারীর উপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব, তেমনি সমাজের পুরুষদের দায়িত্ব হলো আলাহর পথে চলতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। বস্তুত: পর্দার বিধান পালন করা যেমন মেয়েদের উপর দায়িত্ব, তেমনি পুরুষদের উপরও দায়িত্ব। উপরন্তু পুরুষদের উপর দায়িত্ব হলো, মেয়েদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। যদি মেয়েরা পর্দা পালন না করেন আর পুরুষেরা চুপ থাকেন তাহলে তাঁরাও সমান পাপী হবেন এবং আলাহর শাস্তির মুখোমুখি হবেন।

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানব সমাজ। নারীদের সংস্কার ও পবিত্রতা ব্যতিরেকে সামাজিক পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব। আর তাদের পবিত্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে পুরষেরা মেয়েদের মনমানসিকতা ও চালচলন শুধু প্রভাবিতই করে না বরং নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন যগে ও সমাজে পুরুষেরা নিজেদের কামনা ও অভিরুচি চরিতার্থ করতে মেয়েদেরকে শালীনতার বাইরে বেরোতে উৎসাহিত করেছে। ফলে সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে, ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতা।

বস্তুতঃ নারীর প্রতি পুরুষের এ দায়িত্ব এক কঠিন পরীক্ষা। সামাজিক পবিত্রতা ও মানব জাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য যিনি নিজের কামনা-বাসনাকে দুরে ঠেলে দিয়ে নারীজাতিকে শালীনতা ও পবিত্রতার পথে উৎসাহিত করতে পারলেন তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মহানবী- সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম- বলেছেন ঃ

"مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"

"পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোন পরীক্ষা আমি রেখে যাচ্ছি না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ".

"এই দুনিয়া সুন্দর শ্যামল আবাসস্থল, আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন, তোমরা কে কি কর্ম কর তা তিনি দেখবেন। অতএব তোমরা পার্থিব জীবনের প্রলোভন থেকে এবং নারীঘটিত প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে; (কারণ এপথেই সমাজের অবক্ষয় নেমে আসে।) যেমন ইহুদীদের মধ্যে প্রথম অশান্তি ও অবক্ষয় এসেছিল নারীঘটিত কারণে।" (সহীহ

মুসলিম, তিরমিজী, আহমদ)

আমাদের সবার উপর দায়িত্ব হলো মেয়েদেরকে পর্দা পালনে উৎসাহিত করা, পর্দাহীনতা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা। পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা বা সেচছাচারিতার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করতে একে অপরকে উপদেশ পরামর্শ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ সবাইকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং কর্ম অনুসারে প্রতিফল প্রদান করবেন।

মুসলমানদের দায়িত্ব যে, তাঁরা নিজেরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশিত পথে চলবেন, উপরন্তু সামজের অন্য সকলকে, বিশেষত নিজেদের অধীনস্থদের আল্লাহর পথে পরিচালিত করবেন। এভাবে আল্লাহর গজব থেকে কঠিন শাস্তি থেকে আত্নরক্ষা করতে পারবেন তাঁরা। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেন:

"إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ"

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোন সময়ে আলাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।" (তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) إِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

ইসরাঈল সন্তানদের (ইহুদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ্য নয়। এরপর পরদিন তাকে দেখত, তার (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে

(ভাল বা সৎ লোকটিকে) তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা করত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরীতা সৃষ্টি করে দেন।"

একথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন: "ইসরাঈল সন্তানদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচরণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮-৭৯ আয়াত)

আয়াত পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বলেন: "মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাতধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং তাকে ন্যয় ও সত্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" (তিরমিজী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরো বলেছেন:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ"

"যার হাতে আমার জীবন সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, তা নাহলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, যে শাস্তি ভাল-মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করবে, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না, তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।" (তিরমিজী)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"

"তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, আলেমগণ, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়িত্ব এসকল বিষয়ে অন্যদের চেয়ে বেশী, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। মেয়েদের অভিভাবকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। তাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করতে হবে। যারা এবিষয়ে ঢিলেমি করেন তাদের সাথেও কড়াকড়ি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ".

"আল্লাহ আমার আগে যখনই কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর উম্মতদের মধ্য থেকে কিছু লোক তার একনিষ্ঠ সাহায্যকারী ও সঙ্গী হয়েছেন, যারা তার সুন্নাত আঁকড়ে ধরেছেন এবং তার নির্দেশ মত চলেছেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে এমন সব লোক দেখা দেয় যারা মুখে যা বলে কর্মে তা করে না, আর যে সকল কাজ তাদেরকে করতে বলা হয়নি সে সকল কাজ তারা করে। (মুমিনদের দায়িত্ব হলো সর্বশক্তি দিয়ে এধরণের লোকদের প্রতিরোধ করা।) যে ব্যক্তি বাহুবল দিয়ে তাদের সাথে যথাশক্তি বিরোধিতা করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি বাকশক্তি ও বক্তব্যর মাধ্যমে যথাশক্তি এদের বিরোধিতা করবে সেও মুমিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে যথাশক্তি

তাদের বিরোধিতা করবে সেও মুমিন। এর বাইরে আর শরিসার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।)

এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যারা পর্দার ব্যাপারে ঢিলেমি করেন তাদের সাথে কড়াকড়ি করা ও তাদের বির দ্ধে যথাসাধ্য শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে সকল মুসলিমকে সে সকল কর্ম করার তৌফিক দান করেন যে সকল কর্মে দেশ, জাতি ও সকল মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও প্রার্থনা কবুলকারী। তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়ক ও অবলম্বন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা,

অনুধাবনের অভাব অথবা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার ফলে আমাদের অনেকের কাছে হয়ত মনে হবে, পর্দা করলে মেয়েদের কষ্ট হয় বা তা একটি বাড়তি বোঝা, অথবা পর্দা হয়ত আধুনিক সভ্যতা বা সভ্য মানসিকতার সাথে খাপ খায় না। অথচ আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ার বিভিন্ন অমুসলিম দেশের অসংখ্য মহিলা প্রতি বৎসর ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং সেচছায় পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা ও সেচছাচারিতা ছেড়ে ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সকল পরিসংখানে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার বেশী। পর্দা যদি বোঝা হবে অথবা আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী হবে তাহলে কেন তাঁরা সেচছায় তা গ্রহণ করছেন?

আসুন আমরা এধরণের একজন মহিলার আত্মকথা পড়ি, সত্যের আহ্বানে যার অন্তর সাড়া দিয়েছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পর্দা করেছেন। ইসলামী হিজাব বা পর্দা সম্পর্কে তাঁর মনের অনুভূতি কি ছিল তা জানার চেষ্টা করি।

একজন জাপানী মহিলার দৃষ্টিতে

লিখেছেনঃ খাওলা নিকীতা

অনুবাদঃ ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বোন "খাওলা" একজন জাপানী নাগরিক। তিনি বর্তমানে রিয়াদস্থ জাপানী দূতাবাসে কর্মরত তাঁর স্বামীর সাথে রিয়াদে অবস্থান করছেন। গত ২৫/১০/১৯৯৩ তারিখে তিনি সৌদি আরবে আল-কাসিম প্রদেশের কেন্দ্র "বুরাইদা" শহরের ইসলামী কেন্দ্রের মহিলা বিভাগে আসেন এবং ইসলাম ও পর্দা সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ইংরেজি ভাষায় একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনান। পরে উপস্থিত বোনেদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। তাঁর মূল প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ এখানে পেশ করা হল।

আমার ইসলাম

ফ্রান্সে অবস্থান কালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ জাপানীর ন্যায় আমিও কোন ধর্মের অনুসারী ছিলাম না। ফ্রান্সে আমি ফরাসী সাহিত্যের উপরে্লাতক ও্লাতকোত্তর লেখাপড়ার জন্য এসেছিলাম। আমার প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ ছিলেন সাঁর্তে, নিৎশে ও কামাস। এদের সবার চিন্তাধারাই নাস্তিকতাভিত্তিক।

ধর্মহীন ও নাস্তিকতা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার অভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজন নয়, শুধুমাত্র জানার আগ্রহই আমাকে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। মৃত্যুর পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা ছিল না, বরং কিভাবে জীবন কাটাব এটাই ছিল আমার আগ্রহের বিষয়।

দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার সময় নষ্ট করে চলেছি, যা করার তা কিছুই করছি না। ঈশ্বরের বা স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা আমার কাছে সমান ছিল। আমি শুধু সত্যকে জানতে চাইছিলাম। যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁর সাথে জীবন যাপন করব, আর যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে না পাই তাহলে নাস্তি কতার জীবন বেছে নেব এটাই আমার উদ্দেশ্য।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি পড়াশুনা করতে থাকি। ইসলাম ধর্মকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। আমি কখনো চিন্তা করিনি যে এটা পড়াশোনার যোগ্য কোন ধর্ম। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইসলাম ধর্ম হল মুর্খ ও সাধারণ মানুষদের একধরণের মূর্তিপূজার ধর্ম। কত অজ্ঞানই না আমি ছিলাম!

আমি কিছু খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। তাদের সাথে আমি বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। বেশ কিছুদিন গত হবার পর আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি এক নতুন সমস্যার মধ্যে পড়লাম, আমি কিছুতেই আমার অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিলাম না, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথায় চেষ্টা, আমি স্রষ্টার অনুপস্থিতিই অনুভব করতে লাগলাম।

তখন আমি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। আশা করছিলাম এ ধর্মের অনুশাসন পালনের এবং যোগাভাসের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব। খৃষ্টানধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আমি অনেক কিছু পেলাম যা সত্য ও সঠিক বলে মনে হল। কিন্তু অনেক বিষয় আমি বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, ঈশ্বর বা স্রষ্টা যদি থাকেন তাহলে তিনি হবেন সকল মানুষের জন্য এবং

সত্য ধর্ম অবশ্যই সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য হবে। আমি বুঝতে পারলাম না, ঈশ্বরকে পেতে হলে কেন মানুষকে স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কোন সমাধানে আসতে পারলো না। এমতাবস্থায় আমি একজন আলজেরীয় মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হলাম। তিনি ফ্রান্সেই জন্মেছেন, সেখানেই বড় হয়েছেন। তিনি নামাজ পড়তেও জানতেন না। তার জীবনযাত্রা ছিল একজন সত্যিকার মুসলিমের জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল খুবই দৃঢ। তার জ্ঞানহীন বিশ্বাস আমাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলো। আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুরুতেই আমি পবিত্র কুরআনের এক কপি ফরাসী অনুবাদ কিনে আনি। কিন্তু আমি ২ পৃষ্ঠাও পড়তে পারলাম না, কারণ আমার কাছে তা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

আমি একা একা ইসলাম বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম এবং প্যারিস মসজিদে গেলাম, আশা করছিলাম সেখানে কাউকে পাব যিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সেদিন ছিল রবিবার এবং মসজিদে মহিলাদের একটি আলোচনা চলছিল। উপস্থিত বোনেরা আমাকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমার জীবনে এ প্রথম আমি ধর্মপালকারী মুসলিমদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, নিজেকে তাঁদের মধ্যে অনেক সহজ ও আপন বলে অনুভব করতে লাগলাম, অথচ খৃষ্টান বান্ধবীদের মধ্যে সর্বদায় নিজেকে আগন্তুক ও দূরাগত বলে অনুভব করতাম।

প্রত্যেক রবিবারে আমি আলোচনায় উপস্থিত হতে লাগলাম, সাথে সাথে মুসলিম বোনেদের দেওয়া বইপত্র পড়তে লাগলাম। এসকল আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত এবং বইএর প্রতি পৃষ্ঠা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত মনে হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেজদায় রত অবস্থায় আমি স্রষ্টাকে আমার অত্যন্ত কাছে অনুভব করতাম।

আমার পর্দা ঃ

দুবছর আগে যখন ফ্রান্সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি তখন মুসলিম স্কুলছাত্রীদের ওড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা নিয়ে ফরাসীদের বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। অধিকাংশ ফরাসী নাগরিকের ধারণা ছিল, ছাত্রীদের মাথা ঢাকার অনুমতি দান সরকারী স্কুলগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার নীতির বিরোধী। আমি তখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে আমার বুঝতে খুব কষ্ট হত, মুসলিম ছাত্রীদের মাথায় ওড়না বা

স্কার্ফ রাখার মত সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ফরাসীরা এত অস্থির কেন। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, বৃহৎ শহরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আরব দেশগুলো থেকে আসা বহিরাগতদের ব্যাপারে উত্তেজিত ও ্লায়ূ পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শহরগুলোতে ও স্কুলগুলোতে ইসলামী পোষাক দেখতে আগ্রহী ছিলেন না।

অপরদিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে ইসলামী হিজাব বা পর্দার দিকে ফিরে আসার জোয়ার এসেছে। অনেক আরব বা মুসলিম, এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্য জনগণের কাছে এটা ছিল কল্পনাতীত; কারণ তাদের ধারণা ছিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে পর্দা প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে।

ইসলামী পোষাক ও পর্দা ব্যবহারের আগ্রহ ইসলামী পুর্নজাগরণের একটা অংশ। এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসম হ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট, অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে যে গৌরব বিনষ্ট ও পদদলিত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

জাপানী জনগণের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পুরোপুরি ইসলাম পালন একধরণের পাশ্চাত্য বিরোধিতা ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা, যা মেজি যুগে জাপানীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তখন তারা প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্ শের্ আসে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও পোষাক পরিচ্ছদের বিরোধিতা করে।

মানুষ সাধারণত ভালমন্দ বিবেচনা না করেই যে কোন নতুন বা অপরিচিত বিষয়ের বিরোধিতা করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজাব বা পর্দা হচ্ছে মেয়েদের নিপীড়নের একটি প্রতীক। তারা মনে করেন, যে সকল মহিলা পর্দা মেনে চলে বা চলতে আগ্রহী তারা মূলত প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করেন। তাদের বিশ্বাস, এ সকল মহিলাদেরকে যদি তাদের ন্যাক্কারজনক অবস্থা সম্ র্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলোন ও স্বাধীন চিন্তার আহ্বান সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তারা পর্দাপ্রথা পরিত্যাগ করবে।

এধরণের উদ্ভট বাজে চিন্তা শুধু তারাই করেন যাদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা তাদের মনমগজ এমনভাবে অধিকার করে নিয়েছে যে তারা ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা বুঝতে একেবারেই অক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের সর্বত্র অগণিত অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছেন, যাদের মধ্যে আমিও রয়েছি। এদ্বারা আমরা ইসলামের

সর্বজনীনতা বুঝতে পারি ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী হিজাব বা পর্দা অমুসলিমদের জন্য একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার । পর্দা শুধু নারীর মাথার চুলই ঢেকে রাখে না, উপরন্তু আরো এমন কিছু আবৃত করে রাখে যেখানে তাদের কোন প্রবেশাধিকার নেই, আর এজন্যই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করেন । বস্তুত পর্দার অভ্যন্তরে কি আছে বাইরে থেকে তারা তা মোটেও জানতে পারেন না ।

প্যারিসে অবস্থান কালেই ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি হিজাব বা পর্দা মেনে চলতাম ।[১] আমি একটা স্কার্ফ দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিতাম । পোষাকের সংগে মিলিয়ে একই রঙের স্কার্ফ ব্যবহার করতাম । হয়ত অনেকে এটাকে নতুন একটা ফ্যাশন ভাবত । বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থানকালে আমি কাল বোরকায় আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখি, এমনকি আমার মুখমন্ডল এবং চোখও ।

যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারব কিনা, অথবা পর্দা করতে পারব কিনা তা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখিনি । আসলে আমি নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাইনি; কারণ আমার ভয় হত, হয়ত উত্তর হবে না সূচক এবং তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হবে । প্যারিসের মসজিদে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন এক জগতে বাস করেছি যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না । নামাজ, পর্দা কিছুই আমি চিনতাম না । আমার জন্য একথা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল যে, আমি নামাজ আদায় করছি বা পর্দা পালন করে চলছি । তবে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা আমার এত গভীর ও প্রবল ছিল যে ইসলাম গ্রহণের পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমি ভাবিনি বস্তুতঃ আমার ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর অলৌকিক দান । আল্লাহ আকবার!

ইসলামী পোষাক বা হিজাবে আমি নিজেকে নতুন ব্যক্তিত্বে অনুভব করলাম । আমি অনুভব করলাম যে আমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়েছি, আমি সংরক্ষিত হয়েছি । আমি অনুভব করতে লাগলাম আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন ।

একজন বিদেশিনী হিসাবে অনেক সময় আমি লোকের দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করতাম । হিজাব ব্যবহার এ অবস্থা কেটে গেল । পর্দা আমাকে এ ধরণের

অভদ্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করল।

পর্দার মধ্যে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করতে লাগলাম, কারণ পর্দা শুধু আল্লাহর প্রতি আমার আনুগত্যের প্রতীকই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম নারীদের মাঝে আন্তরিকতায় বাঁধন। পর্দার মাধ্যমে আমরা ইসলাম পালনকারী মহিলারা একে অপরকে চিনতে পারি এবং আন্তরিকতা অনুভব করি। সর্বোপরি, পর্দা আমার চারপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর কথা, আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। পর্দা আমাকে বলে দেয়: "সতর্ক হও! একজন মুসলিম নারীর যোগ্য কর্ম কর।"

একজন পুলিশ যেমন ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় তাঁর দায়িত্ব সর্ম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন, তেমনি পর্দার মধ্যে আমি একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম। আমি যখনই মসজিদে যেতাম তখনই হিজাব ব্যবহার করতাম। এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার, কেউই আমাকে পর্দা করতে চাপ দেয়নি।

ইসলাম গ্রহণের দুই সপ্তাহ পরে আমি আমার এক বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাপানে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, ফ্রান্সে আর ফিরে যাব না। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। উপরন্তু আরবী ভাষা শেখার প্রতি আমি আগ্রহ অনুভব করতে লাগলাম।

মুসলিম পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একাকী জাপানের একটি ছোট্ট শহরে বসবাস করা আমার জন্য একটা বড় ধরণের পরীক্ষা ছিল। তবে এ একাকিত্ব আমার মধ্যে মুসলমানিত্বের অনুভুতি অত্যন্ত প্রখর করে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য শরীর দেখানো পোষাক পরা নিষিদ্ধ, কাজেই আমার আাগের মিনি-স্কার্ট, হাফহাতা ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক পোষাকই আমাকে পরিত্যাগ করতে হল। এছাড়া পাশ্চাত্য ফ্যাশন ইসলামী হিজাব বা পর্দার পরিপন্থী, এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিজের পোষাক নিজেই তৈরি করে নেব। আমার এক পোষাক তৈরিতে অভিজ্ঞ বান্ধবীর সহযোগীতায় আমি দু সপ্তাহের মধ্যে আমার জন্য পোষাক তৈরি করে ফেললাম। পোষাকটি ছিল অনেকটা পাকিস্তানী সেলোয়ার-কামিজের মত। আমার এই অদ্ভুত পোষাক দেখে কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।

জাপানে ফেরার পর ছমাস এভাবে কেটে গেল। কোন মুসলিম দেশে গিয়ে আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্ র্কে পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার মধ্যে খুবই

প্রবল হয়ে উঠল। এ আগ্রহ বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলাম। অবশেষে মিশরের রাজধানী কাইরোতে পাড়ি জমালাম।

কাইরোতে মাত্র একব্যক্তিকেই আমি চিনতাম। আমার এই মেজবানের পরিবারের কেউই ইংরেজি জানত না। আমি একেবারেই পাথারে পড়লাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে মহিলা আমাকে হাত ধরে বাসার ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি কাল কাপড়ে (বোরকায়) তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত সহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। এ ফ্যাশন (বোরকা) এখন আমার অতি পরিচিত এবং বর্তমানে রিয়াদে অবস্থানকালে আমি নিজেও এই পোষাক ব্যবহার করি। কিন্তু কায়রোতে পৌঁছেই এটা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই।

ফ্রান্সে থাকতে একদিন আমি মুসলমানদের একটা বড় ধরণের কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি সর্বপ্রথম এ ধরণের মুখঢাকা কালো পোষাক দেখতে পাই। রং বেরঙের স্বার্ফ ও পোষাক পরা মেয়েদের মাঝে তাঁর পোষাক খুবই বেমানান লাগছিল। আমি ভাবছিলাম, এ মহিলা মূলত আরব ট্রেডিশন ও আচরণের অন্ধ অনুকরণের ফলেই এ রকম পোষাক পরেছেন, ইসলামের সঠিক শিক্ষা তিনি জানতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তখনো আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, মুখ ঢেকে রাখা একটা আরবীয় অভ্যাস ও আচরণ, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাইরোর ঐ মহিলাকে দেখেও আমার অনেকটা অনুরূপ চিন্তাই মনে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, পুরুষদের সাথে সকল প্রকার সংযোগ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা এই মহিলার মধ্যে রয়েছে তা অস্বাভাবিক।

কালো পোষাক পরা বোন আমাকে জানালেন যে, আমার নিজে তৈরি পোষাক বাইরে বেরোনোর উপযোগী নয়। আমি তার কথা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলিম মহিলার পোষাকের যে সকল বৈশিষ্ট থাকা দরকার তা সবই আমার ঐ পোষাকে ছিল।

তবুও আমি ঐ মিশরীয় বোনের মত ম্যাক্সি ধরণের কাল রঙের বড় একটা কাপড় কিনালাম (যা গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে) উপরন্তু একটি কাল খিমার অর্থাৎ বড় ধরণের শরীর জড়ানো চাদরের মত ওড়না কিনলাম যা দিয়ে আমার শরীরের উপরিভাগ, মাথা ও দুবাহু আবৃত করে নিতাম। আমি আমার মুখ ঢাকতেও রাজী ছিলাম, কারণ দেখলাম তাতে বাইরের রাস্তার ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বোনটি জানালেন, মুখ ঢাকার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ধুলো থেকে বাঁচার জন্য মুখ ঢাকা নিস্প্রয়োজন। তিনি নিজে মুখ ঢেকে রাখতেন, কারণ

তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

মুখ ঢেকে রাখা যে সকল বোনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল কাইরোতে তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কাইরোর অনেক মানুষ কাল খিমার বা ওড়না[২] দেখলেই বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে উঠতেন। পাশ্চাত্য ধাঁচে জীবনযাপনকারী সাধারণ মিশরীয় যুবকেরা এ সকল খিমারে ঢাকা পর্দানশীন মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এদেরকে তাঁরা "ভগ্নীগণ" বলে সম্বোধন করতেন। রাস্তাঘাটে বা বাসে উঠলে সাধারণ মানুষেরা এদেরকে বিশেষ সম্মান করতেন ও ভদ্রতা দেখাতেন। এসকল মহিলা রাস্তাঘাটে একে অপরকে দেখলে আন্তরিকতার সাথে সালাম বিনিময় করতেন, তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমি স্কার্টের চেয়ে প্যান্ট বেশি পছন্দ করতাম। কাইরো এসে লম্বা ঢিলেঢালা কালো পোষাক পরতে শুরু করলাম। শীঘ্রই আমি এই পোষাককে পছন্দ করে ফেললাম। এ পোষাক পরে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত মনে হত। মনে হত আমি একজন রাজকন্যা। তাছাড়া এ পোষাকে আমি বেশ আরাম বোধ করতাম যা প্যান্ট পরে কখনো অনুভব করিনি।

খিমার বা ওড়না পরা বোনদেরকে সত্যিই অপূর্ব সন্দর দেখাতো। তাদের চেহারায় এক ধরণের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটে উঠত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম নারী বা পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি ঐ সকল মানুষের মানষিকতা মোটেও বুঝতে পারিনা, যাঁরা ক্যাথলিক সিস্টারদের ঘোমটা দেখলে কিছুই বলেন না, অথচ মুসলিম মহিলাদের ঘোমটা বা পর্দার সমালোচনায় তাঁরা পঞ্চমুখ, কারণ এটা নাকি নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের প্রতীক!

আমার মিশরীয় বোন আমাকে বলেন, আমি যেন জাপানে ফিরে গিয়েও এ পোষাক ব্যবহার করি। এতে আমি অসম্মতি জানাই। আমার ধারণা ছিল, আমি যদি এ ধরণের পোষাক পরে জাপানের রাস্তায় বেরোই তাহলে মানুষ আমাকে অভদ্র ও অস্বাভাবিক ভাববে। পোষাকের কারণে তারা আমর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আমার কোন কথাই তারা শুনবে না। আমার বাইরে দেখেই তারা ইসলামকে

[২] মিশরের পর্দানশীন মহিলাদের কেউ কেউ নিকাব ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ ঢেকে রাখেন। অন্যান্যরা শুধু খিমার বা শরীর জড়ানো বড় ওড়না ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ খোলা রেখে বাকি সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন। লেখিকা এখানে ও পরবর্তী আলোচনায় এ দুই শ্রেণীর পর্দানশীন মহিলাদেরকে বোঝাচ্ছেন।

প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামের মহান শিক্ষা ও বিধানাবলী জানতে চাইবে না।[৩]

আমার মিশরীয় বোনকে আমি এ যুক্তিই দেখিয়েছিলাম। কিন্তু দুমাসের মধ্যে আমি আমার নতুন পোষাককে ভালবেসে ফেললাম। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, জাপানে গিয়েও আমি এ পোষাকই পরব। এ উদ্দেশ্যে আমি জাপানে ফেরার কয়েকদিন আগে হালকা রঙের ঐ জাতীয় কিছু পোষাক এবং কিছু সাদা খিমার (বড় চাদর জাতীয় ওড়না) তৈরি করলাম। আমার ধারণা ছিল, কালর চেয়ে এগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সাধারণ জাপানীদের দৃষ্টিতে।

আমার সাদা খিমার বা ওড়নার ব্যাপারে জাপানীদের প্রতিক্রিয়া ছিল আমার ধারণার চেয়ে অনেক ভাল। মূলত আমি কোনরকম প্রত্যাখ্যান বা উপহাসের সম্মুখীন হইনি। মনে হচ্ছিল, জাপানীরা আমার পোষাক দেখে আমি কোন ধর্মাবলম্বী তা না বুঝলেও আমার ধর্মানুরাগ বুঝে নিচ্ছিল। একবার আমি শুনলাম, আমার পিছনে এক মেয়ে তার বান্ধবীকে আস্তে আস্তে বলছে, দেখ একজন বৌদ্ধ ধর্মযাযিকা।

একবার ট্রেনে যেতে আমার পাশে বসলেন এক আধবয়সী ভদ্রলোক। কেন আমি এরকম অদ্ভুত ফ্যাশনের পোষাক পরেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমি একজন মুসলিম। ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দেহ ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখে। কারণ তাদের অনাবৃত দেহসুষমা ও সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকর্ষিত করে তুলতে পারে। অনেক পুরুষের

---

[৩] এ ধরনের চিন্তা অনেক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলিমের মনে জাগে। আমরা ভেবে বসি, পর্দা পালন করলে, অথবা দাড়ি রাখলে, অথবা নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়লে অনেকে আমাকে গোঁড়া ভাববে এবং আমার আহ্বাণে ইসলামের পথে এগিয়ে আসবে না। এজন্য আমরা ধর্মের এসকল বিধানকে গুরুত্বপূর্ণ মেনেও অমান্য করতে থাকি। আমরা বুঝতে পারিনা যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা, এর মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন থেকে দুরে সরিয়ে নেয়। মানুষের চিরশুত্রু শয়তানের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পথ থেকে দুরে সরিয়ে নেয়া। যখন সে কোন মানুষকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে অক্ষম হয়, তখন সে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব আল্লাহর বিধান পালন থেকে তাকে দুরে রাখতে। এজন্য বিভিন্ন প্ররোচনা সে মানুষের মনে এনে দেয়। সবচে বিপদজনক প্ররোচনা হল মানুষের মনে এ ভাব জাগ্রত করা যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বিধান অমান্য করছি। এতে মানুষ পাপে পতিত হয়, অথচ পুণ্য করছি বলে মনে করে। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের জন্য ধর্মপালন করি। কোন বিষয়কে ধর্মের বিধান বলে জানার পর কারো মুখ চেয়ে তা অমান্য করা অন্যায়। আল্লাহর পথে মানুষদের আহ্বান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব, তবে সেজন্য তাঁর নির্দেশ অমান্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সঠিক ধর্মপালনে যদি কেউ ইসলামকে না বুঝেই প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি নিজেই দায়ী হবেন। যিনি ধর্ম পালন করছেন এবং যিনি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছেন সবাই আল্লাহর সৃষ্টি, মৃত্যুর পরে সবাইকে তাঁর সামনে নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। একজনের ভুল বা অন্যায়ের জন্য অন্য কেউ দায়ী হবেন না।

জন্য এ ধরণের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর। তাই নারীদের উচিৎ নয় দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদেরকে বিরক্ত করা বা সমস্যায় ফেলা।

মনে হল আমার ব্যাখ্যায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত আজকালকার মেয়েদের উত্তেজক ফ্যাশন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর নামার সময় হয়েছিল। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন এবং বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু জানার, কিন্তু সময়ের অভাবে পারলেন না।

গরমকালের রৌদ্রতপ্ত দিনেও আমি পুরো শরীর ঢাকা লম্বা পোষাক পরে এবং "খিমার" দিয়ে মাথা ঢেকে বাইরে যেতাম। এতে আমার আব্বা দুঃখ পেতেন, ভাবতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম রৌদ্রের মধ্যে আমার এ পোষাক খুবই উপযোগী, কারণ এতে মাথা ঘাড় ও গলা সরাসরি রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। উপরন্তু আমার বোনেরা যখন হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করত, তখন ওদের সাদা ঊরু দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম।

অনেক মহিলা এমন পোষাক পরেন যাতে তাদের বুক ও নিতম্বের আকৃতি পরিস্কার ফুটে উঠে। ইসলাম গ্রহণের আগেও আমি এ ধরণের পোষাক দেখলে অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার মনে হত এমন কিছু অঙ্গ প্রদর্শন করা হচ্ছে যা ঢেকে রাখা উচিত, বের করা উচিত নয়। একজন মেয়ের মনে যদি এসকল পোষাক এ ধরণের অস্বস্তিবোধ এনে দেয় তাহলে একজন পুরুষ এ পোষাক পরা মেয়েদেরকে দেখলে কিভাবে প্রভাবিত হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, শরীরের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক আকৃতি ঢেকে রাখার কি দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আসুন একটু ভেবে দেখি। আজ থেকে ৫০ বৎসর আগে জাপানে মেয়েদের জন্য সুইমিং স্যুট পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা অশ্লীলতা ও অন্যায় বলে মনে করা হত। অথচ আজকাল আমরা বিকিনি পরে সাঁতার কাটতে কোন লজ্জাবোধ করি না। তবে যদি কোন মহিলা জাপানের কোথাও টপলেস প্যান্ট পরে শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে সাঁতার কাটেন তাহলে লোকে তাঁকে নির্লজ্জ বলবে।

আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে যান, দেখতে পাবেন সেখানে সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে টপলেস পরে সানবাথ বা রৌদ্রস্নান করছেন। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যান, সেখানে অনেক সৈকতে নুডিস্ট বা নগ্নবাদীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রানে রত দেখতে

পাবেন।

যদি একটু পিছনে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগের একজন বৃটিশ নাইট তাঁর প্রিয়তমার জুতার দৃশ্যতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, নারীদেহের গোপন অংশ, বা ঢেকে রাখার মত অংশ কি সে ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনশীল।

এখানে আমার প্রশ্ন: আপনি কি একজন নুডিস্ট বা নগ্নবাদী? আপনি কি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চলাফেরা করেন? যদি আপনি নুডিষ্ট না হন তাহলে বলুন, যদি কোন নুডিষ্ট আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন: "কেন আপনি আপনার বুক ও নিতম্ব ঢেকে রাখেন, অথচ মুখ ও হাতের ন্যায় বুক ও নিতম্বও তো শরীরের স্বাভাবিক অংশ?" তাহলে আপনি কি বলবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি ঠিক সেকথাই বলব। আপনি যেমন শরীরের স্বাভাবিক অংশ হওয়া সত্বেও বুক ও নিতম্বকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন, আমরা মুসলিম নারীরা মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া সমস্ত শরীরকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করি, কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এজন্যই আমরা নিকটাত্মীয় (মাহরাম) ছাড়া অন্যান্য পুরুষের থেকে মুখ ও হাত ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখি।

আপনি যদি কোনকিছু লুকিয়ে রাখেন তাহলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। নারীর শরীর আবৃত রাখলে তার আকর্ষণ বেড়ে যায়, এমনকি অন্য নারীর চোখেও তা অধিকতর আকষণীয় হয়ে উঠে। পর্দানশীন বোনেদের কাঁধ ও গলা অপূর্ব সুন্দর দেখায়, কারণ তা সাধারণত আবৃত থাকে।

যখন কোন মানুষ লজ্জার অনুভূতি হারিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তাঘাটে চলতে থাকেন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশাব, পায়খানা ও "প্রেম" করতে থাকেন, তখন তিনি পশুর সমান হয়ে যান, তাঁকে আর কোনভাবেই পশু থেকে পৃথক করা যায় না। আমার ধারণা, লজ্জার অনুভূতি থেকেই মানব সভ্যতার শুরু।

অনেক জাপানী মহিলা শুধু ঘর থেকে বেরোতে হলেই মেক-আপ ও সাজগোজ করেন। ঘরে তাঁদেরকে কেমন দেখাচেছ তা নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ ইসলামের বিধান হল, একজন স্ত্রী বিশেষভাবে স্বামীর জন্য নিজেকে সুন্দরী ও আকর্ষনীয়া করে রাখতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রী মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষনীয় করতে সচেষ্ট হবেন। উপরন্তু লজ্জার সহজাত অনুভুতি এদের সম্পর্ক আরো আনন্দময় ও মনোরম করে তোলে।

আপনারা হয়ত বলবেন, পুরুষদেরকে উত্তেজিত না করার উদ্দেশ্যে আমাদের

মুখ ও হাত ছাড়া বাকী পুরো শরীর ঢেকে রাখাটা বাড়াবাড়ি এবং অতি-সতর্কতা। একজন পুরুষ কি শুধুমাত্র যৌন আগ্রহ নিয়েই একজন নারীর দিকে তাকান?

একথা ঠিক যে সব পুরুষই প্রথমেই যৌন অনুভুতি নিয়ে নারীকে দেখেন না। তবে নারীকে দেখার পর তাঁর পোষাক ও আচরণ থেকে পুরুষের মনে যে আগ্রহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধ করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। এ ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে পুরুষেরা বিশেষভাবে দুর্বল। বর্তমান বিশ্বের অতি আলেচিত ধর্ষণ ও যৌন অত্যাচারের পরিমাণ দেখলেই আমরা একথা বুঝতে পারব।

কেবলমাত্র পুরুষদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে এবং তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়ে আমরা ধর্ষণ ও অত্যাচারের এ সমস্যার সমাধানের আশা করতে পানি না। পর্দা ছাড়া এগুলো রোধের কোন উপায় নেই। একজন পুরুষ নারীর পরিধানের মিনি-স্কার্টের অর্থ এরূপ মনে করতে পারেন: "তুমি চাইলে আমাকে পেতে পার," অপরদিকে ইসলামী হিজাব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়: "আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ।"

কায়রো থেকে জাপানে ফিরে আমি তিন মাস ছিলাম। এরপর আমি আমার স্বামীর সাথে সৌদি আরবে আসি। শুনেছিলাম যে, সৌদি আরবে সব মেয়েকে মুখ ঢাকতে হয়, তাই আমার মুখ ঢাকার জন্য ছোট একটা কাল কাপড় বা নিকাব আমি সাথে করে এনেছিলাম। রিয়াদে পৌঁছে দেখলাম এখানের সব মহিলা মুখ ঢাকেন না। বিদেশী অমুসলিম মহিলারা শুধু দায়সারাভাবে একটা কাল গাউন পিঠের উপর ফেলে রাখেন; মুখ, মাথা কিছুই ঢাকেন না। বিদেশী মুসলিম মহিলারা অনেকেই মুখ খোলা রাখেন। সৌদি মহিলারা সবাই মুখ সহ আপদমস্তক দেহ আবৃত করে চলাফেরাা করেন।

রিয়াদে এসে প্রথমবার বাইরে বেরোনোর সময় আমি "নিকাব" দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিই। বেশ ভাল লাগল। আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এতে কোন অসুবিধা বোধ হয় না। বরং আমার মনে হতে লাগল যে, আমি একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি। কোন মূল্যবান শিল্প চুরি করে নিয়ে গোপনে দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি আনন্দ অনুভব করছিলাম আমি। অনুভব করলাম আমার এমন একটা মভল্যবান সম্পদ রয়েছে যা দেখার অনুমতি নেই সবার জন্য।

রিয়াদের রাস্তায় একজন মোটাসোটা পুরুষ এবং তার সাথে সর্বাঙ্গ কালো বোরকায় আবৃত একজন মহিলাকে দেখে একজন বিদেশী হয়ত ভাববেন যে, এই দম্পতির মধ্যের সম্পর্ক হচ্ছে অত্যাচার ও নিপীড়নের, মহিলাটি অত্যাচারিত এবং

তাঁর স্বামীর দাসীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বোরকাপরা এ সকল মহিলাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদেরকে চাকর বরকন্দাজের প্রহরাধীন সম্রাজ্ঞীর মত ভাবেন।

রিয়াদের প্রথম কয়েক মাস আমি আমার নিকাব বা মুখাবরণ দিয়ে শুধু চোখের নিচের অংশটুকু ঢাকতাম, চোখ ও কপাল খোলা থাকত। শীতের পোষাক বানাতে গিয়ে আমি একটা চোখঢাকা নিকাব বানিয়ে নিলাম। এবার আমার সাজ পুরো হল, আর আমার শান্তি ও তৃপ্তিও পূর্ণতা পেল। এখন আমি ভিড়ের মধ্যেও অস্বস্তি বোধ করিনা। যখন চোখ খোলা রাখতাম তখন মাঝেমাঝে হঠাৎ করে কোন পুরুষের সাথে চোখাচোখি হলে বিব্রত হয়ে পড়তাম। কাল সানগ্লাসের মত চোখ ঢাকা নিকাবের ফলে অপরিচিত পুরুষের অনাহূত চোখাচোখি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

একজন মুসলিম মহিলা তাঁর নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে আবৃত করে রাখেন। অনাত্মীয় পুরুষের দৃষ্টির অধীনস্থ হতে তিনি রাজি নন। তিনি চান না তাদের উপভোগের সামগ্রী হতে। পাশ্চাত্ত্যের বা পাশ্চাত্ত্যপন্থী যে সকল মহিলা তাঁদের শরীরকে পুরুষদের সামনে উপভোগের সামগ্রী রূপে তুলে ধরেন তাঁদের প্রতি একজন মুসলিম নারী করুণা বোধ করেন।

বাইরে থেকে হিজাব বা পর্দা দেখে এর ভিতরে কি আছে তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। বাইরে থেকে পর্দা ও পর্দানশীনদের পর্যবেক্ষণ করা, আর পর্দার মধ্যে জীবন কাটান দুটো সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। দুটি বিষয়ের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে সেখানে নিহিত রয়েছে ইসলামকে বোঝার গ্যাপ।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ইসলাম একটি জেলখানা, এখানে কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমরা, যারা এর মধ্যে অবস্থান করছি আমরা এত শান্তি, আনন্দ ও স্বাধীনতা অনুভব করছি যা ইসলাম গ্রহণের আগে কখনোই করিনি। পাশ্চাত্ত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা পায়ে ঠেলে আমরা ইসলামকে বেছে নিয়েছি। একথা যদি সত্যি হত যে, ইসলাম মেয়েদেরকে নিপীড়ন করেছে এবং তাদের অধিকার খর্ব করেছে, তাহলে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সহ বিভিন্ন দেশের অগণিত মেয়ে কেন তাদের সকল স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পায়ে ঠেলে ইসলাম গ্রহণ করছে? আমি আশা করি সবাই বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভ্রান্ত পূর্বধারণার কারণে যদি কেউ অন্ধ না হন তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন একজন পর্দানশীন মহিলা কি অপূর্ব সুন্দর। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, দেবীত্বের ও সতীত্বের আভা। আত্মনির্ভরতা ও

আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত তাঁর চেহারা। অত্যাচারের বা নিপীড়নের সামান্যতম কোন চিহ্নই আপনি তাঁর চেহারায় পাবেন না।

এটা জ্বলন্ত সত্য, কিন্তু তারপরও অনেকে তা দেখতে পান না। কেন? সম্ভবত তাঁরা ঐ ধরণের মানুষ যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও, জেনেও অস্বীকার করেন। প্রচলিত প্রথার দাসত্ব, বিদ্বেষ, ভ্রান্তধারণা ও স্বার্থের অন্বেষণ যাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করার এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?